মানবাধিকার চেতনা

(পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের মুখপত্র)

ষষ্ঠ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা | অক্টোবর, ২০০২

পারিবারিক নির্যাতন সুরক্ষা বিধেয়ক ২০০২—একটি পর্যালোচনা

(The Protection from Domestic violence Bill – 2002)

অধ্যাপক অমিত সেন, সদস্য, পঃ বঃ মানবাধিকার কমিশন

প্রত্যেক সংবিধানেরই তার নিজস্ব একটা দর্শন থাকে। ভারতের সংবিধানে এমন কতকগুলি মৌলিক বিষয় বা অধিকার আছে যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার বলেও সংশোধন করা যায় না। ঐ অধিকারগুলি অসংশোধনীয়, অপরিবর্তনীয়, অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র। কোন নির্বাহিক বা বিধানিক কর্মের ফলে যদি কারও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয় তাহলে তাঁর আবেদনক্রমে আদালত সেই মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারে। মৌলিক অধিকারগুলির বাস্তবায়ন বা রূপায়ন সরকারের উপর বর্তাবে। মৌলিক অধিকারের দাবী সরকারকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

এই ছোট নিবন্ধটির স্বার্থে কয়েকটি মৌলিক অধিকারের অবতারণা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন, যথা (১) সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে যে কোন ব্যক্তির বিধিসমক্ষে সমতা বা বিধিসমূহ দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়া রাজ্য সরকার অস্বীকার করিবেন না।" এর অর্থ হলো আইনের দৃষ্টিতে সকলে অর্থাৎ মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে —সমান। (২) ১৫(১) নং অনুচ্ছেদে আছে যে "কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে অথবা তন্মধ্যে কোন একটিরও হেতুতে রাজ্য কোন নাগরিকের প্রতিকূলে বিভেদ করিবেন না" এখানে বলা হচ্ছে যে, লিঙ্গের ভিত্তিতে কোন বৈষম্য করা যাবে না। সকলেই একই আইনের অধীনে থাকবেন। (৩) সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আছে যে "বিধি দ্বারা স্থাপিত প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যতিত কোন ব্যক্তি তাঁর প্রাণের বা দৈহিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।" এখানে সকলের (মহিলা ও পুরুষ) প্রাণ ও দৈহিক স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

কিন্তু বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা শুধু সমান অধিকার থেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন না বরং বেশী মাত্রায় শোষন, নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য অনেক আইন প্রনয়ন করা হয়েছে এটা যেমন সত্য—এটাও তেমনি সত্য যে আইনের যথাযথ রূপায়নের/বাস্তবায়নের অভাবে সেই আকাঙ্খিত লক্ষ্যে আজও আমদের সমাজ পৌঁছতে পারেনি।

মহিলাদেরকে সম্মানের সাথে জীবন যাপনের অধিকারকে ও দুর্বলতর শ্রেণীর মহিলাদেরকে নির্যাতনের কবল থেকে রক্ষা করা আমাদের সকলের পবিত্র কর্তব্য। এই কর্তব্যচ্যুতি যদি ঘটে তাহলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হবে ও সমাজ তথা দেশে এর অধোগমন ঘটবে। একথা বলার হয়ত অপেক্ষা রাখে না যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মহিলাদেরকে যথাযোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত করতে নারাজ। সব জেনে শুনেও বিষপান করে চলেছে তাঁরা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবার যথেষ্টা কারণ দৃশ্যমান যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সর্বদাই সচেষ্ট মহিলাদেরকে সমস্ত বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে আইনের দ্বারা সুরক্ষিত রাখতে। সেই উদ্দেশ্যেই বোধহয় "পারিবারিক নির্যাতন সুরক্ষা বিধেয়ক (The Protection from Domestic Violence Bill) ২০০২ সংসদে উপস্থাপিত করা হয়েছে মহিলাদেরকে নির্যাতন থেকে কিছু নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। এই বিধেয়কটির বিষয় বস্তু নিয়ে সারা দেশে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। বিশেষ করে মহিলা সংগঠনগুলি থেকে। তাঁদের দাবি এই বিধেয়কের বিষয়বস্তু পরিবর্তন বা পরিশোধন বা পরিমার্জন ব্যতিরেকে ইহা সংসদে পেশ করা চলবে না। যাহউক এবার বিধেয়েকের বিষয়গুলি কতটা গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় সে বিষয়ে কিছু পর্যালোচনা প্রয়োজন।

যে পটভূমির উপর নির্ভর করে এই বিধেয়কটি রচনা করা হয়েছে সেগুলি হল—ভিয়েনা ঐক্যমত্য (Accord) ১৯৯৪, বেইজিং সম্মেলন ১৯৯৫ ও রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক আয়োজিত মহিলাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন (Convention) ১৯৮৯ । এই সকল সম্মেলনে উদাত্তকণ্ঠে স্বীকার করা হয়েছে যে পারিবারিক নির্যাতনের সহিত মানবাধিকার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলা নির্যাতন একটি মারাত্মক অন্তরায়। সে কারণে সকল সভ্য ও সদস্য দেশের উচিত মহিলাদেরকে নির্যাতন থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যথোপোযুক্ত আইন প্রনয়ন করা।

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা ১৮৬০-এর ৪৯৮ ক ধারায় বলা হয়েছে যে, "যে কেহ কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় হইয়া ঐ নারীর উপর নিষ্ঠুরতা করে,সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দন্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।"

বলা বাহুল্য যে ফৌজদারী বিধির অনেক আইনে বিভিন্ন বিধানাবলী রয়েছে—মহিলা নির্যাতনের ক্ষেত্রে শাস্তি ও জরিমানার। কিন্তু মহিলা নির্যাতনের ক্ষেত্রে দেওয়ানী বিধির কোনো আইনে কোনো বিধানাবলী নেই। সে কারণে এই বিধেয়কটি একটি ব্যতিক্রমী। এখানে এ কথাটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৪৯৮ ক নং ধারায় যে অপরাধ সংগঠিত হয় তা আদালতগ্রাহ্য ও অজামিন যোগ্য অপরাধ।

এবার দেখা যাক এই বিধেয়কের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী? প্রথমত এই বিধেয়কে পারিবারিক নির্যাতনের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল —

(১) প্রতিবাদী পক্ষ/ নির্যাতনকারী কোন মহিলার উপরে নিয়মিত অভ্যাঘাত বা শারীরিক নির্যাতন বা শারীরিক নির্যাতনের পরিবর্তে শুধু নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা তাঁর জীবন দুঃসহ, দুর্বিসহ ও দুঃখদায়ক করে তোলা অথবা

(২) ক্ষুব্ধ বা নির্যাতিতা ব্যক্তিকে কেহ অনৈতিক বা অবৈধ ভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করে অথবা

(৩) ক্ষুব্ধ বা নির্যাতিতা মহিলার শারীরিক হানি করা বা ক্ষতি করা।

ক্ষুব্ধ বা নির্যাতিতা ব্যক্তি সম্পর্কেও একটি

(তৃতীয় পাতার ১ম কলমে)